পর্ব-দুই
চার্ট ২২-৩৮

প্রশিক্ষণ ফ্লিপ চার্ট

গ্রাম আদালত

Training Flip Chart on Village Court

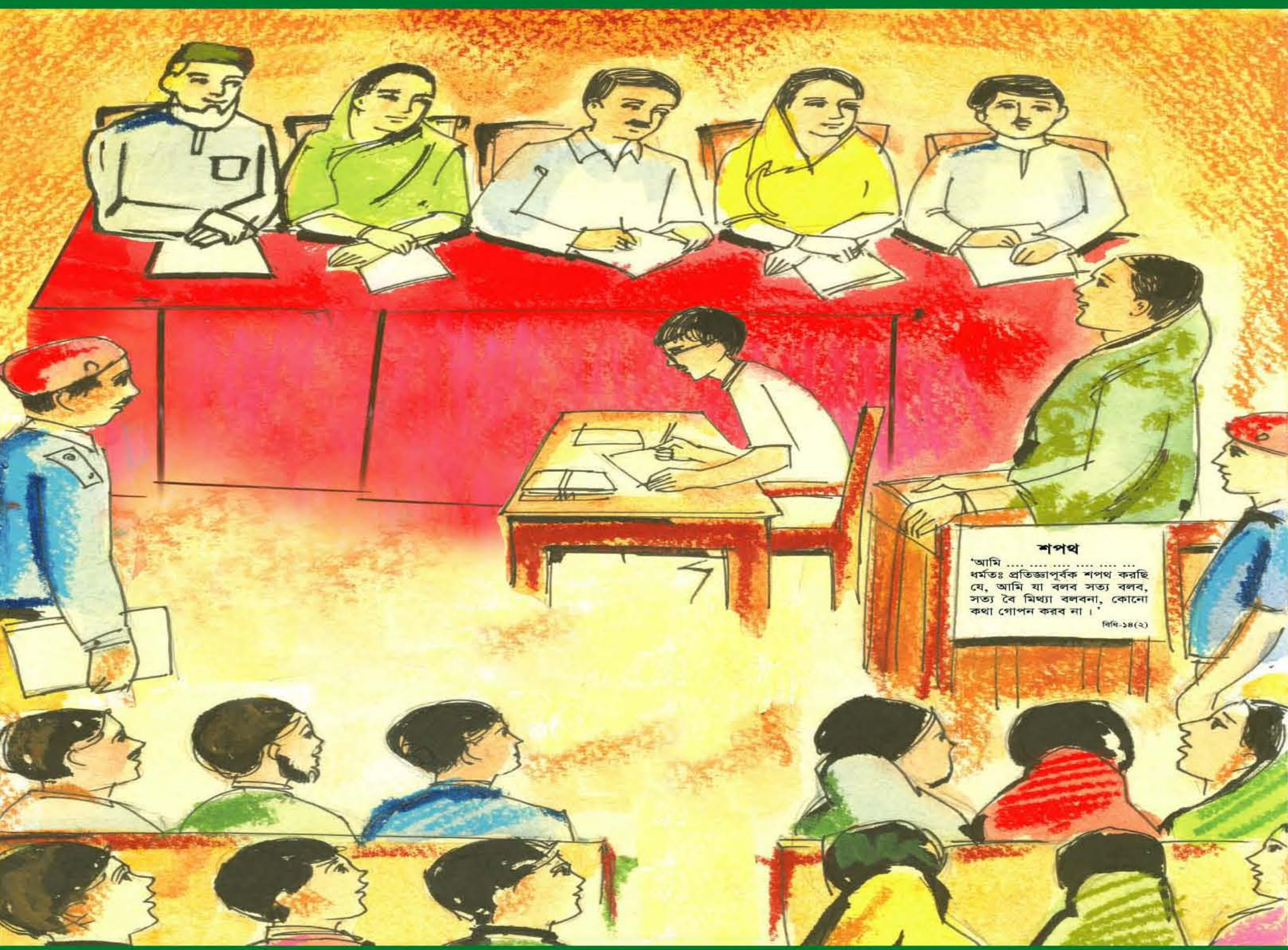

EUROPEAN UNION

UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মূল্যবোধ কী ও এর উদাহরণ

মূল্যবোধ হচ্ছে সত্যবোধ

-আবুল ফজল

মূল্যবোধ কী?

মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের নৈতিকতাবোধ, যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়। আচার, আচরণ, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শের মানদণ্ড যার আলোকে ব্যক্তির কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। অন্য কথায় বলা যায়, মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ধারণা, বিশ্বাস যা আমাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারণ করে এবং প্রতিদিনের জীবনযাত্রা প্রণালীকে প্রভাবিত করে। প্রতিটি মানুষের মূল্যবোধ তার জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

মূল্যবোধের কিছু উদাহরণ

মূল্যবোধ

মানবতাবাদী জীবন দর্শন
ভালোবাসা
গণতান্ত্রিক চেতনা
সংবেদনশীলতা
অংশগ্রহণ
পরমত সহিষ্ণুতা/শ্রদ্ধাবোধ
সততা
একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ
বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব
সমতা
ভেদাভেদহীনতা
কর্মনিষ্ঠা
অন্যায়ের প্রতিবাদ করা

নেতিবাচক মানসিকতা

পরশ্রীকাতরতা
অসমতা ও বৈষম্য
স্বার্থপরতা
পরমত অসহিষ্ণুতা/অশ্রদ্ধা
স্বেচ্ছাচারিতা
অসততা
অন্যকে অপমান করা
কাউকে অসম্মান করা

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতের বিচারকদের বিচারিক মূল্যবোধ

- বিচারক আদালতের পবিত্রতা ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখবেন
- চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে বিচারক দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন
- সততা, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সাথে বিচারক নির্ভীকভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করবেন
- বিচারকের পেশা বা কাজ বিচারকাজের নিরপেক্ষতা ও সম্মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে
- বিচারকাজে বিচারককে ব্যক্তি স্বার্থ, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচারককে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা ও অন্যের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে

গ্রাম আদালত কী, কেন এবং শিরোনাম

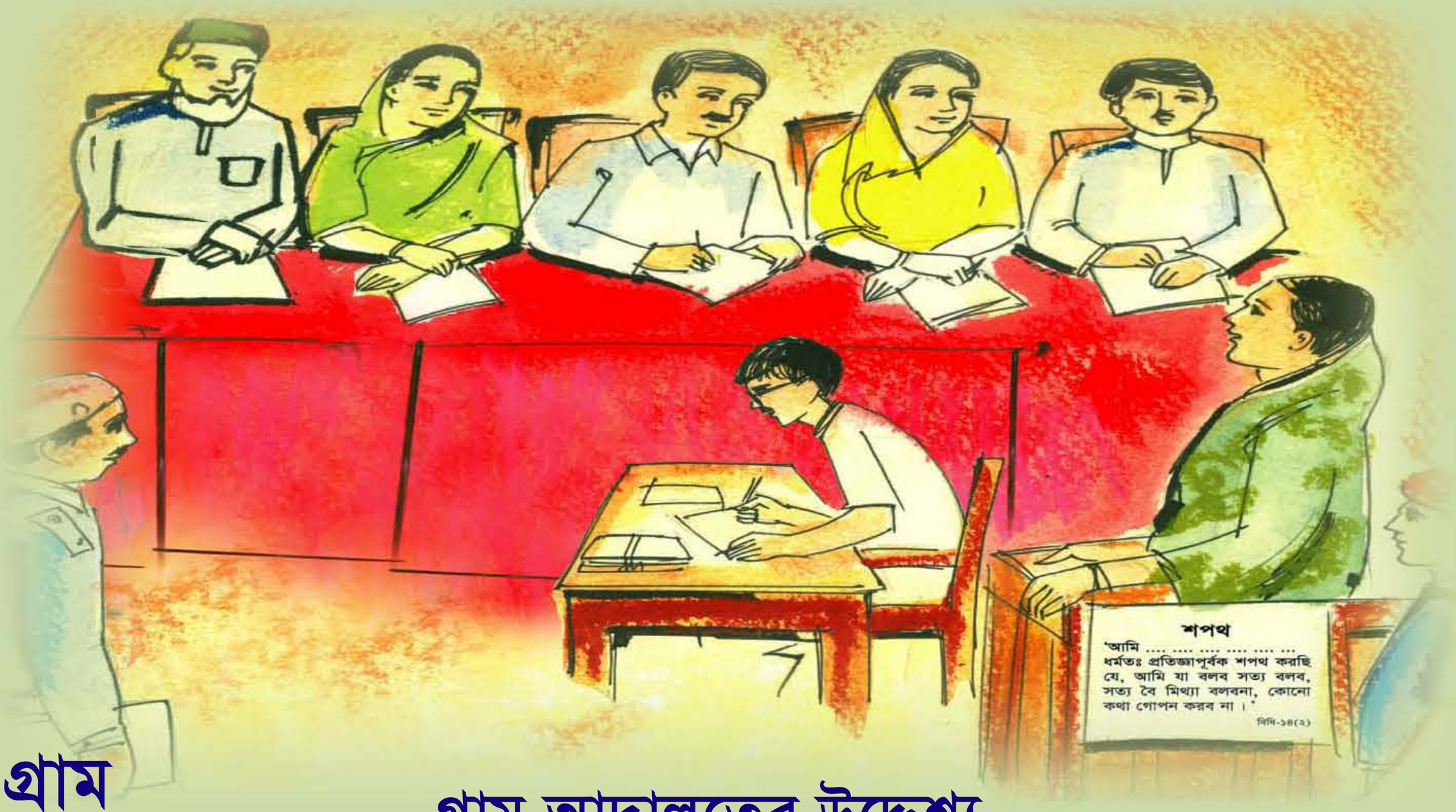

গ্রাম আদালত বলতে কী বোঝায়?

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তি বা মীমাংসা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যে আদালত গঠিত হয় তাকে গ্রাম আদালত বলে।

গ্রাম আদালতের উদ্দেশ্য

- কম সময়ে, অল্প খরচে স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা;
- দরিদ্র, অনগ্রসর, নারী, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও বিচার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;
- বিবদমান পক্ষসমূহের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
- বিরোধ নিষ্পত্তির পর বিবদমান পক্ষসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান সৃষ্টি করা;
- স্থায়ীভাবে বিরোধ নিরসন করা;
- উচ্চ আদালতে মামলার চাপ কমানো এবং সামাজিক ন্যায্যতা ও সুশাসন সৃষ্টি করা।

গ্রাম আদালত আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

এই আইন 'গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬' নামে অভিহিত হবে। এটি কেবলমাত্র ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় প্রযোজ্য হবে।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় কতিপয় বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গ্রাম আদালত গঠিত হয়

স্থানীয় বিরোধ মীমাংসার জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের (চেয়ারম্যান, মেম্বার) দায়িত্ব প্রদান

গ্রাম আদালত উপজেলা প্রশাসন, বিচার বিভাগ, ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে সমন্বিত একটি কার্যকর স্থানীয় বিরোধ মীমাংসা ব্যবস্থা

স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব গ্রাম আদালতকে জনমানুষের অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় বিচার ব্যবস্থায় পরিণত করেছে

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

আবেদনে কী কী তথ্য থাকতে হবে?

১. যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হয়েছে তার নাম

২. আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়

৩. প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়

৪. যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে অথবা মামলার কারণ সৃষ্টি হয়েছে তার নাম

৫. অভিযোগ বা দাবির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রকৃতি ও ক্ষতির পরিমাণ

৬. প্রার্থিত প্রতিকার

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

কী কী কারণে আবেদন নাকচ করা যাবে?

- আবেদনের ফিস জমা না দিলে
- এখতিয়ার বহির্ভূত হলে
- অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদন করা হলে
- আবেদন অসম্পূর্ণ হলে অর্থাৎ আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর ঠিকানা ও পরিচয় ইত্যাদি না থাকলে
- ঘটনা, ঘটনা সৃষ্টির কারণ, ঘটনার স্থান-সময়-তারিখ, ক্ষতির পরিমাণ, প্রার্থিত প্রতিকার ইত্যাদি উল্লেখ না থাকলে
- গ্রাম আদালতে বিচার্য আমলযোগ্য অপরাধের দায়ে প্রতিবাদী পূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে
- দেওয়ানী বিরোধের ক্ষেত্রে নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকলে
- পক্ষগণের মধ্যে বিরোধটি নিয়ে সালিশি/বিরোধ নিষ্পত্তির চুক্তি থাকলে
- কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তব্য পালনের সময় বিরোধে জড়িয়ে পড়লে
- আদালতে বিচারাধীন আছে বা পূর্বে আদালত কর্তৃক বিচার হয়েছে এমন বিরোধের জন্য আবেদন করা হলে ।

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার

- যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে, বিবাদের পক্ষগণ সাধারণত সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে, উপ-ধারা (২)-এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত গঠিত হবে এবং অনুরূপ মামলার বিচার করার এখতিয়ার গ্রাম আদালতের থাকবে। *ধারা: ৬। (১)*
- যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে, বিবাদের এক পক্ষ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে এবং অপর পক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে, যে ইউনিয়নের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হবে; তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করলে নিজ নিজ ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবেন। *ধারা: ৬। (২)*

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা

- এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকলে, গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করতে পারবে। *ধারা: ৭। (১)*
- গ্রাম আদালত তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দেওয়ানী বিষয়াবলির সাথে সম্পর্কিত কোনো মামলায় অনুরূপ বিষয়ে তফসিলে উল্লেখিত পরিমান অর্থ প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করতে বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা তার দখল প্রত্যর্পণ করার জন্য আদেশ প্রদান করতে পারবে। *ধারা: ৭। (২)*

ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিরোধ

ফৌজদারী বিরোধ কী?

কোনো আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করা বা আইন নির্দেশিত কোনো কাজ না করাকে ফৌজদারী বিরোধ বলে। যেমনঃ চুরি, মারামারি, প্রতারণা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা না করা ইত্যাদি।

দেওয়ানী বিরোধ কী?

সকল প্রকার স্বত্ত্বের বিরোধকে দেওয়ানী বিরোধ বলে। সম্পত্তির স্বত্ত্ব নিয়ে বিরোধ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অথবা তার মূল্য আদায়, দখল পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত বিরোধ, ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকার,
বিভিন্ন নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত
বিরোধ হলো দেওয়ানী বিরোধ।

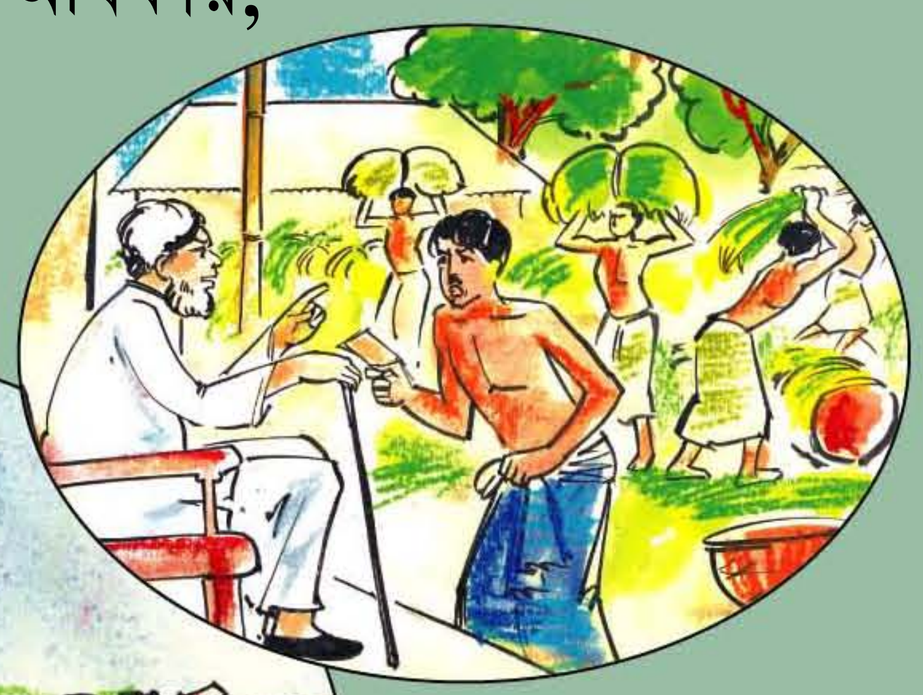

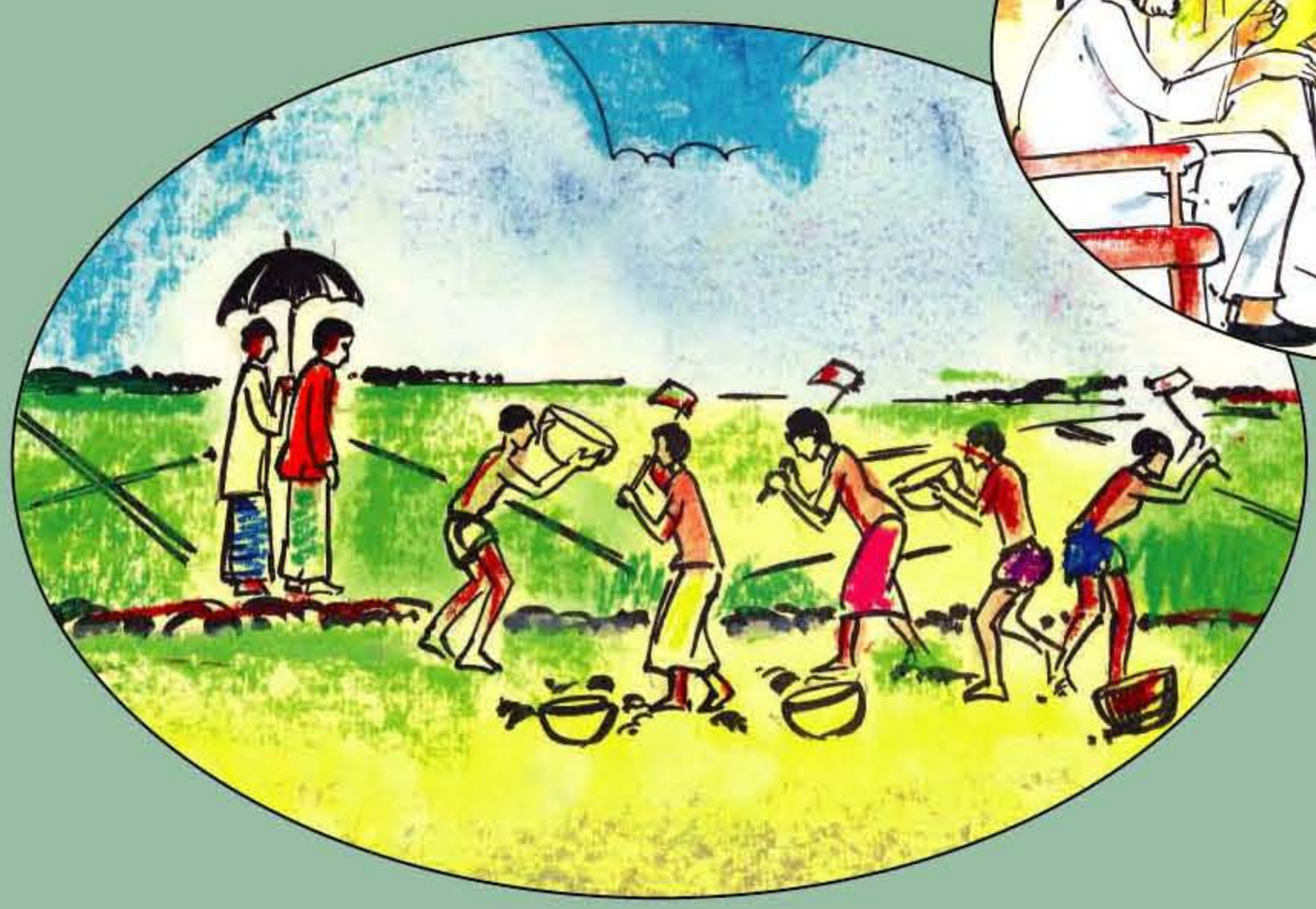

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং
ভিলেজ কোর্টস ইন
বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলের প্রথম অংশ

- গ্রাম আদালত বিরোধ বা অপরাধের জন্য দন্ড প্রদান বা জরিমানা ধার্য করে না
- অপরাধের ধরন ও মাত্রার উপর ভিত্তি করে গ্রাম আদালত ক্ষতিপূরন নির্ধারন বা আপস মীমাংসা করে

ধারা-১৪৭

দাঙ্গা করিবার শাস্তি

কোনো ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৩৩৪

প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা

যদি মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া কেহ ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করে, যদি যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে তাহাকে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করিবার ইচ্ছা পোষণ না করিয়া থাকে, বা যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি আঘাত হইতে পারে বলিয়া তাহার জানা না থাকে তাহা হইলে আঘাতকারী একমাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-১৪৩

বেআইনি সমাবেশে যোগদান করার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বেআইনি সমাবেশে যোগদান করে, তাহা হইলে সে ছয় মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-১৪১

বেআইনি সমাবেশ

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে 'বেআইনি সমাবেশ' বলা হয়, যদি উক্ত সমাবেশের ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়–

তৃতীয়: কোনো অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ কিংবা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটন করা; অথবা

চতুর্থ: কোনো ব্যক্তির প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করিয়া বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করিয়া কোনো সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা, কিংবা কোনো ব্যক্তিকে পথের অধিকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করা কিংবা জল ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা তাহাকে তাহার ভোগদখলে থাকা অন্য কোনো অশরীরী অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা কোনো অধিকার বা কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

ধারা-৩২৩

স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার শাস্তি

যদি কেহ ৩৩৪ ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত স্বেচ্ছায় কাহাকেও আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৩৪১

অন্যায় নিয়ন্ত্রণের শাস্তি

যদি কেহ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত করে, তাহা হইলে সে এক মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-১৬০

কলহ বা মারামারির শাস্তি

কেহ কলহ বা মারামারির অপরাধ সংঘটন করিলে তজ্জন্য সে এক মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা একশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৩৫২

গুরুতর প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমণ কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের শাস্তি

মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনা ব্যতীত যদি কেহ কাহাকেও আঘাত করে বা তাহার উপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করে তাহা হইলে সে তিন মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৩৭৯

চুরির শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

ধারা-৩৮০

বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গৃহ, তাঁবু বা জলযানে চুরি করে, যে গৃহ, তাঁবু বা জলযান মানুষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সে সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৫০৪

শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করা

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কোনো ব্যক্তিকে অপমান করে এবং তদ্বারা তাহাকে প্ররোচনা দান করে এবং অনুরূপ প্ররোচনার ফলে যাহাতে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধ করে, তদুদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ প্ররোচনার ফলে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ করিতে পারে বা অন্য কোনো অপরাধ করিতে পারে বলিয়া জানা সত্ত্বেও যদি তাহা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৫০৮

কোনো ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হইবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোনো কাজ করানোর শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কাহাকেও এরূপ বিশ্বাস করায় যে, সে যে কার্যটি করিতে আইনত বাধ্য নয়, সে কার্যটি যদি সে না করে, কিংবা যে কার্য করিতে আইনত বাধ্য সে কার্যটি করা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বীয় কোনো কার্য দ্বারা তাহাকে বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিধাতার রোষানলে পতিত করিবে এবং ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দিয়া উদ্দিষ্ট কার্যটি করায় বা করা হইতে বিরত রাখে কিংবা করাইবার বা করা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

ধারা-৩৪২

অন্যায় আটকের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কাহাকেও আটক রাখে, তাহা হইলে সে এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৪২৮

দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোনো একটি বা একাধিক পশু হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৩৮১

কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি, কর্মচারী বা ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা কর্মচারী বা ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রভুর বা মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৪০৩

অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরূপের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অসাধুভাবে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি তসরুপ করে কিংবা উহা তাহার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

ধারা-৫০৯

কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে শুনিতে পায় এমনভাবে কোনো কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা সেই নারী যাহাতে দেখিতে পায় এমনভাবে কোনো অঙ্গভঙ্গি করে বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করে, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৩৫৮

মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমণ করা কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা

যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে আঘাত করে কিংবা তাহার উপর অপরাধজনকভাবে বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে সে এক মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দুইশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা : উপরের ধারাটি ৩৫২ ধারার অনুরূপ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

ধারা-৪২৯

যেকোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যেকোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি যেকোনো মূল্যের হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভি বা গরু, কিংবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের অন্য কোনো পশুকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্টসাধন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

ধারা-৪৪৭

অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি

যদি কেহ অনধিকার প্রবেশ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৪২০

প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত করার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং প্রতারিত ব্যক্তিকে অসাধুভাবে অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি প্রদানে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনো মূল্যবান জামানতের সমুদয় বা অংশবিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে জামানত হিসাবে রূপান্তরযোগ্য কোনো স্বাক্ষরিত বা সিল-মোহরযুক্ত বস্তুর সমুদয় বা অংশবিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-৫১০

মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনো প্রকাশ্য স্থানে গমন করে, বা কোনো স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে এবং এমন আচরণ করে, যাহার ফলে কাহারও বিরক্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দশ টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh
অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

ধারা-৪১৭

প্রতারণার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৪০৬

অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে তিন বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৪২৬

ক্ষতি সাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কাহারো ক্ষতি সাধন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৫০৬ (প্রথম অংশ)

অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ধারা-৪২৭

অনিষ্ট করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে এবং তদ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থের ক্ষতি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

ফৌজদারী বিরোধসমূহের আইনি ব্যাখ্যা

গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশ আইন

ধারা-২৭

খোঁয়াড় রক্ষকের কর্তব্যে অবহেলার শাস্তি

ধারা ১৯-এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো খোঁয়াড় রক্ষক কোনো গবাদিপশু অবমুক্ত বা হস্তান্তর বা ক্রয় করিলে, বা খোঁয়াড়ের কোনো গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত খাবার এবং পানি সরবরাহ না করিলে বা এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে অন্য যেকোনো শাস্তির অতিরিক্ত অনধিক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং উক্ত অর্থদণ্ড তাহার বেতন হইতে কর্তনপূর্বক আদায় করা হইবে ।

ধারা-২৪

গবাদিপশু জব্দকল্পে বলপ্রয়োগে বাধাদান বা জোরপূর্বক উহা উদ্ধারের শাস্তি

এই আইনের অধীন গবাদিপশু জব্দের ক্ষেত্রে কেহ বলপূর্বক বাধাদান করিলে এবং গবাদিপশু খোঁয়াড় হইতে অথবা এই আইনের ক্ষমতাবলে জব্দ করিয়া খোঁয়াড়ে নেওয়ার সময় কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে বলপূর্বক উহা উদ্ধার করিলে সেই ব্যক্তি অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

ধারা-২৬

শুকর দ্বারা ভূমি, শষ্যাদি বা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করার শাস্তি

শুকরের কোনো মালিক বা রক্ষকের অবহেলা বা অন্যবিধভাবে কোনো ভূমি বা শস্য বা ভূমির ফসল বা জনসাধারণের কোনো রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত করে বা শুকরের অনধিকার প্রবেশ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করায় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অনধিক দশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে ।

সময় সময় সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহাতে উল্লেখিত স্থানীয় কোনো এলাকায় এই ধারার উপরিউক্ত অংশ শুকরের পরিবর্তে সাধারণত গবাদিপশু বা কোনো প্রকার গবাদিপশুর বেলায় প্রযোজ্য হইবে বলিয়া নির্দেশ দিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে দশ টাকার স্থলে পঞ্চাশ টাকা প্রতিস্থাপিত বলিয়া গণ্য হইবে অথবা উভয়ই প্রযোজ্য হইবে ।

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য

দেওয়ানী বিরোধসমূহ

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলের দ্বিতীয় অংশ

১

কোনো লিখিত চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোনো দলিল মূল্যে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য মামলা

২

কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা তার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা

৩

স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বছরের মধ্যে তার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা

৪

কোনো অস্থাবর সম্পত্তি জবরদখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা

৫

গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা

৬

কৃষি শ্রমিকের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা

যখন দাবিকৃত অর্থের পরিমান অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হয়

EUROPEAN UNION
UNDP Bangladesh

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প